১৫ জানুয়ারির পর পরিস্থিতি ভালো হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হবে: প্রধানমন্ত্রী

আগামী বছরের ১৫ জানুয়ারির পর পরিস্থিতি ভালো হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হবে, নয়তো খোলা হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বই উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই কথা জানান তিনি।

প্রতি বছর গণভবনে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে বই উৎসব উদ্বোধন করা হলেও এবার করোনার কারণে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।
পরে সারাদেশে পর্যায়ক্রমে ১২ দিনে শিক্ষার্থীদের হাতে বিতরণ করা হবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন, শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল।

এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসেন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম খান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহাসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বই উৎসবে।

শাহজালাল বিমানবন্দরে ফের ২৫০

কেজির বোমা উদ্ধার

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মাণকাজ করার সময় ২৫০ কেজি ওজনের আরও একটি পুরনো বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট পাঁচটি বোমা উদ্ধার করা হলো।

বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালে পাইলিংয়ের সময় আজ বিকালে মাটি খুঁড়ে বোমাটির সন্ধান পান শ্রমিকরা।

এর আগে গত ৯ ডিসেম্বর বিমানবন্দরের নির্মাণাধীন টার্মিনাল থেকে প্রথম বোমা উদ্ধার হয়। এরপর ১৪, ১৯ ও ২৮ ডিসেম্বর আরও তিনটি বোমা উদ্ধার হয়।

বোমা বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পাওয়া বোমাগুলো হয়তো ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভূমিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তবে এগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েরও হতে পারে।

দেশের ইতিহাসে আজ সবচেয়ে কলঙ্কজনক দিন: ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আমাদের খুব দুঃখ হয়, লজ্জা হয়, যখন দেখি, এই সমাবেশে আসতে আমাদের নেতাকর্মীদের বাধা দেওয়া হয়। আজ বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক একটি দিন। ২০১৮ সালের এই দিনে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে ভোট চুরি করে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেছে আওয়ামী লীগ। আজ সেই কলঙ্কময় দিন। যেদিন এদেশে জনগণের ভোটাধিকার হত্যা করা হয়েছে।

বুধবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গণতন্ত্র হত্যা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, এই গণতান্ত্রিক সংগ্রাম শুধু বিএনপির একার নয়, সব দল মতের সংগ্রাম। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নতুন বছরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠায় শপথ নিতে হবে।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিবুন্নবী খান সোহেল বলেন, আজ থেকে ২ বছর আগে রাতে এদেশে ভোট হয়নি। রাতে ভোট ডাকাতি করা হয়েছে। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আজ আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের বিজয় দিবস পালন করছে। আমরা জানি না, করোনার ভ্যাকসিন কারা পাবে, ভ্যাকসিন দেবে নাকি পানি শরীরে পুশ করবে। করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে যদি কোনো দুর্নীতি করা হয়, তাহলে সারা বাংলাদেশে আগুন জ্বলবে। সমাবেশে বিএনপির কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগরের নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

জাপার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনে এরশাদ ট্রাস্টের কর্মসূচি ঘোষণা

জাতীয় পার্টির ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করবে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ট্রাস্টি বোর্ড।

আজ মঙ্গলবার ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী মামুনুর রশীদ সাংবাদিকদের জানান, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এরশাদ ট্রাস্টি বোর্ডের আয়োজনে ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জাতীয় পার্টির প্রয়াত চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বারিধারার বাসভবন প্রেসিডেন্ট পার্কে ৩৬ পাউন্ডের কেক কাটা হবে। ১ জানুয়ারি সকাল ১০টায় প্রেসিডেন্ট পার্কে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

আলোচনা সভায় জাপার শীর্ষ নেতারা ছাড়াও জোট ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখবেন। এছাড়া এদিনে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হবে।

দ্বিতীয় ধাপে ভাসানচরের পথে রোহিঙ্গাবাহী জাহাজ

দ্বিতীয় ধাপে চট্টগ্রাম থেকে নৌবাহিনীর পাঁচটি জাহাজে করে এক হাজার ১৩৪ জনকে নিয়ে নোয়াখালীর দ্বীপ ভাসানচরের পথে যাত্রা শুরু করেছে রোহিঙ্গাবাহী জাহাজ।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় নৌবাহিনীর জেটি থেকে প্রথম জাহাজটি ছেড়ে যায়। এরপর ধাপে ধাপে আরো ৪টি জাহাজ ভাসানচরের পথে ছেড়ে যায়।

জানা গেছে, উখিয়া ও টেকনাফের তালিকাভুক্ত (রেজিস্টার) ক্যাম্প ছাড়া বাকি সব ক্যাম্প থেকেই এবার রোহিঙ্গারা ভাসানচর যাচ্ছেন। উখিয়ার কুতুপালং-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮ ডব্লিউ ক্যাম্প থেকেও যাচ্ছে অনেক রোহিঙ্গা পরিবার। উখিয়ার কুতুপালং-৪ নম্বর ক্যাম্প থেকে ২৭ ও কুতুপালং-২ ডব্লিউ থেকে ২৪টি পরিবার ভাসানচরে যাচ্ছে।

এর আগে, গত ৪ ডিসেম্বর প্রথম দফায় এক হাজার ৬৪২ রোহিঙ্গা ভাসানচরে গেছেন।

কোনো বলপ্রয়োগ ছাড়াই রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে যাওয়ার ইতিবাচক মনোভাব দেখে তাদের সেখানে পাঠানোর বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয় সরকার।

খুলনায় পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপি’র ভোট বর্জন

খুলনার চালনা পৌরসভা নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে ভোট প্রদানে বাধ্য করা ও অনিয়মের অভিযোগে বিএনপি প্রার্থী মো. আবুল খয়ের

খাঁন নির্বাচন বর্জন করেছেন।

সোমবার দুপুর ২টায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে দলের নির্বাচনী প্রধান এজেন্ট উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান খান দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচন বর্জন করেন।

এর আগে বেলা ১১টার দিকে চালনা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শিশু কানন প্রি-ক্যাডেট স্কুলকেন্দ্রে ভোট চলাকালে দুই মেয়র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। সকাল সাড়ে নয়টার দিকে চালনা এমএম কলেজ কেন্দ্রে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে আলাদা হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের সনত কুমার বিশ্বাস, বিএনপি’র মো. আবুল খয়ের খাঁন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী অচিন্ত্য কুমার মণ্ডল ও গৌতম কুমার রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

‘নির্ভীক সংবাদমাধ্যম ছাড়া দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব নয়’- ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

‘সাংবাদিকরা নির্ভয়, সাংবাদিকরাই করোনাকালে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নির্ভীক সচেতন সংবাদ মাধ্যম ছাড়া কখনোই দরিদ্রতা নিরসন হবে না। সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হবে।’

আজ সোমবার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে ‘শীতকালে করোনা প্রতিরোধ ও করণীয় এবং শীতবস্ত্র বিতরণে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান’ শীর্ষক আলোচনাসভায় এসব কথা বলেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

ডা. জাফরুল্লাহ বলেন, সাংবাদিকরা নির্ভয়, সাংবাদিকরাই করোনাকালে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নির্ভীক সচেতন সংবাদ মাধ্যম ছাড়া

কখনোই দরিদ্রতা নিরসন হবে না। সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হবে। একটা কথা আছে মন যেটা জানেনা চোখ সেটা দেখেনা। সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে।

জাফরুল্লাহ আরো বলেন, সাংবাদিক বন্ধুদের বলতে চাই, যতই আপনাদের বিপদ হোক, যেই নির্ভীক সাহসিকতার সাথে আপনারা কাজ করছেন, সেটাকে অব্যাহত রাখেন। সবাই মিলিত ভাবে কাজ করলে দেশের দরিদ্রতা অনেক কমবে। সবাই মিলে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। যতই বিপদ আসুক, আমরা মিলিতভাবে ন্যায় এবং নীতির জন্য আমাদের আন্দোলনকে অব্যহত রাখতে হবে। এই সাহসই বাংলাদেশকে সুন্দর দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। সামাজিক বৈষম্য না কমলে আমি, আপনি, কেউই সুখে থাকতে পারবোনা।

সরকার গণমাধ্যমে কণ্ঠরোধ করছে উল্লেখ করে জাফরুল্লাহ বলেন, আজকের সাধারণ মানুষ যেমন পর্যুদস্ত। আমরা প্রত্যেকেই অবহেলিত এবং পর্যদুস্ত। যারাই তাদের কথা বলতে চাইবে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা সরকারের। সরকার উপলব্ধি করে না সত্যটাকে কাছে আনলে সরকারের পরিকল্পনা অনেক সহজ হতো। সরকার তা না করে, যে সত্যটা তুলে ধরতে চাইবে, তার কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। এই কণ্ঠরোধ করাটাই একদিন ওই রাজনীতিবিদকে কারাগারে নিয়ে যাবে। আমাদের জাতির সামনে কঠিন বিপদ আসছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সুবিবেচনা এবং সাহসের ক্ষেত্রে মোকাবিলা না করলে, জনসাধারণকে সম্পৃক্ত না করলে, এ সমস্যার সুরাহা হবে না।

করোনা টিকা উৎপাদন প্রসঙ্গে ডা. জাফরুল্লাহ বলেন, ভ্যাকসিন আসলে কে কয়টা পাবেন, সেটা আপনারা দেখেছেন। আমি মনে করি, এ কাজ অনেক সহজ হতো, সরকার যদি ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে এ কাজে সম্পৃক্ত করতো। কম্পোলসারি লাইসেন্স বলে একটা নিয়ম আছে, এটা সুযোগ নিয়ে আমরা ব্যাপক আকারে ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারি। আপনারা জানেন অক্সফোর্ডে পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু তারা কখনোই এটাকে প্যাটেন্ট করেনি। তারা মনে করেছিল জনসাধারণের জন্য পেনিসিলিন উন্মুক্ত থাকবে। পেনিসিলিন যে পাত্রে আবিষ্কার করা হয়েছিল, তার একটি পাত্র তারা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে দান করেছিন। প্রতীকী অর্থে তারা বলতে চেয়েছিল গণস্বাস্থ্যও যেন এসব কাজে সম্পৃক্ত থাকে।

ডা. জাফরুল্লাহ আরো বলেন, ‘আমি নিশ্চিত ড. ইউনুস এবং অন্যান্য নোবেল লরিয়েটরা যদি অক্সফোর্ডকে বলতো, তোমরা অতীতের মতো সহযোগিতা করো আমরা আমাদের দেশেই করোনার ভ্যাকসিন তৈরি করি। দেশীয় গ্লোবের করোনার ভ্যাকসিন এগিয়ে রয়েছে। আমরাও ইচ্ছা করলে

ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারি। তাহলে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন তৈরি হতো। দেশের প্রতিটা লোক ভ্যাকসিন পেত।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অ্যান্টিবডি কিট তৈরির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরাই বিশ্বের প্রথম মার্চ মাসে এন্টিবডি কিট আবিষ্কার করেছিলাম। শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকলে জড়িয়ে ধরে বলতেন, জাফরুল্লাহ জবর কাজ করেছ। কিন্তু সরকার আমাদের প্রতিটা পদে কাটা বিছিয়েছে। এখনো আমরা অ্যান্টিবডি কিটের অনুমোদন পায়নি। এরপর অনেক দেশ অ্যান্টিবডি কিট উৎপাদন করেছে। আমাদের কিটের অনুমোদন দিলে দেশ আর্থিকভাবে লাভবান হতো। এন্টিবডি কিট আবিষ্কার করতে আমাদের ১০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। এ ১০ কোটি টাকা দিয়ে আমরা অনেক বেশি গরিব মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারতাম।

গণস্বাস্থ্য আবিষ্কৃত অ্যান্টিজেন কিট প্রসঙ্গে জাফরুল্লাহ বলেন, আমাদের বিজ্ঞানী ড. বিজন কুমার শীল অ্যান্টিজেন কিট আবিষ্কার করলেন। সরকার আমাদের কন্ডিশন দিল এ কিট আমেরিকা থেকে পরীক্ষা করিয়ে আনতে হবে। এতে আরো তিন কোটি টাকার প্রয়োজন। আজকে যদি এমন নিয়ম থাকতো তাহলে বাংলাদেশে ওষুধ নীতি হতো না। বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রথম শ্রেণির ঔষধ উৎপাদনকারী দেশ হতে পারত না।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন গণস্বাস্থ কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মঞ্জুর কাদির আহমেদ, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া প্রমুখ।

এক দশকে অপরাধ নির্মূলের সবচেয়ে আলোচিত বছর ২০২০

২০২০ এর পুরো সময়কে গেল এক দশকে অপরাধ কিংবা অপরাধ নির্মূলের সবচেয়ে আলোচিত বছর ধরা হয়। অবৈধ ক্যাসিনো ব্যবসার রেশ শেষ হতেই, পাপিয়া কাণ্ডসহ নানা অপরাধ নির্মূলের শুদ্ধি অভিযান বছরজুড়ে বেশ আলোচিত।

করোনাকালেও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা মাদক নির্মূলে অভিযান শেষ না হতেই একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা দেশবাসীকে আরো অস্থির করে তোলে। অস্থিরতার আগুনে ঘি ঢেলে দেশকে আরো উত্তপ্ত করে কক্সবাজারে পুলিশের গুলিতে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা হত্যাকাণ্ড।

২০২০ সাল দেশের জন্য যতটা অপরাধবহুল, মহামারির আবির্ভাব ততটাই নির্মম আর আলোচিত করেছে শতাব্দীর ইতিহাসকে। বছরের শুরুতেই ক্যাসিনোকাণ্ডের মূলোৎপাটন শেষ হতেই উঠে আসে মাদক আর বাইজী সম্রাজ্ঞী পাপিয়াকাণ্ড।

২২ ফেব্রুয়ারি স্বামী সহযোগীসহ পাপিয়া র্যাবের হাতে ধরা পড়লে দেশজুড়ে সমালোচনার জন্ম দেয় তার পাপের সম্রাজ্য। বিপুল পরিমান অবৈধ অর্থ আর পাচঁতারকা হোটেলের প্রায় কোটি টাকার প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুটের আলোচনা রাজধানী থেকে সীমান্ত জনপদেও আলোড়ন তোলে।

মার্চে পাপিয়ার সম্রাজ্যে ধ্বস নামতেই, মানব সম্রাজ্যকে সংক্রমিত করে ভয়াল ত্রাসের ছোবল বসায় মহামারি করোনা। সুদূর চীন থেকে ইতালি আমেরিকা হয়ে বাংলাদেশ। দুর্নীতির নতুন রুপ দেখে বাংলাদেশ। মানবিক এই সময়টাতেও করোনা থেকে রক্ষার ঢাল মাস্কের কৃত্তিম সংকটে বিপুল অর্থ তুলে নেয় অসাধু চক্র।

দেশবাসী অসততার চুড়ান্ত রুপ দেখে করোনা টেস্ট শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই। নমুনা নিয়ে টেস্ট না করিয়েই হাজার হাজার মানুষকে ভুয়া রিপোর্ট দিয়ে পুরো দেশকেই সংক্রমণ ঝুঁকিতে ফেলে দেয় বেসরকারি রিজেন্ট হাসপাতাল আর জেকেজি হেলথকেয়ার।

রিজেন্ট মালিক সাহেদ প্রতারণায় বহুমুখী প্রতিভা দেখিয়ে এমএলএমসহ তথাকথিত নানা ব্যবসার মাধ্যমে মানুষকে ঠকিয়ে হাতিয়েছেন শত শত কোটি টাকা। একসময় বনে যান রাজনৈতিক বিশ্লেষকও। অবশেষে জালিয়াতিতেই কারাগারের বাসিন্দা হন তিনি। একইভাবে করোনায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়ে ধরা পড়েন টেস্ট জালিয়াতির খলনায়িকা জেকেজির ডা. সাবরিনাও। হাজারো মানুষকে ঝুঁকিতে ফেলে স্বামীসহ সাবরিনা দম্পতি এখন কারাগারে।

করোনাকালেও মাদক চোরাকারবারের অপবাদ থেকে এতটুকুও মুক্তি পায়নি দেশ। দেশজুড়ে অভিযান আর মাদকের ব্যবসা সবই চলে দেদারছে। সিলেট এমসি কলেজে গৃহবুধূকে ধর্ষণ, নোয়াখালীতে আরেক গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে অমানবিক নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনায় ফুঁসে ওঠে দেশ। একের পর এক

ধর্ষণের ঘটনায় রাস্তায় নেমে আসে প্রতিবাদী মানুষ।

জুলাইয়ে দেশব্যাপী ধর্ষণ বিরোধী জনরোষের আগুনে ঘি ঢেলে দেয় কক্সবাজারে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদকে সন্দেহভাজন হিসেবে পুলিশ গুলি করে হত্যা করলে। এ ঘটনার উত্তাপ ছড়ায় দেশের আইনশৃঙ্খলাবাহিনী থেকে রাজনৈতিক অঙ্গন পর্যন্ত।

উত্তাপের আগুন আরো ছড়ায় সিলেট বন্দরবাজার ফাঁড়িতে পুলিশি নির্যাতনে রায়হানের মৃত্যুর ঘটনা। লালমনিরহাটে কোরআন অবমাননার গুজব ছড়িয়ে এক মুসল্লী যুবককে পিটিয়ে হত্যা করে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে ফেলার ঘটনা শোকাহত করে পুরো দেশকে।

শোকের মাতম ছড়িয়ে পড়ে শরিয়তপুর ও ব্রাক্ষণবাড়িয়ার ২৬ বাংলাদেশিকে লিবিয়ায় আন্তর্জাতিক মানবপাচারকারী চক্র ব্রাশফায়ারে হত্যা করলে। অপরাধের রাশ টেনে আদাবর মাইন্ড কেয়ারে চিকিৎসাধীন সিনিয়র এএসপি আনিসুলকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা।

বছরজুড়ে নানা অপরাধের লাগাম টানতে জনদাবির মুখে সংশোধিত হয় ধর্ষণ রোধে ফাঁসির দণ্ড। সিলেটে রায়হান হত্যার মূল অভিযুক্ত এসআই লিয়াকত। রায় আসে বরগুনায় চাঞ্চল্যকর রিফাত শরীফ হত্যাকাণ্ডেরও। চার্জশিট দেয়া হয় সিনহা হত্যাকাণ্ডসহ বেশ কয়েকটি আলোচিত মামলার।

সূত্র : নিউজ টোয়েন্টিফোর।

এ সপ্তাহেই ভাসানচরে যাচ্ছে রোহিঙ্গাদের দ্বিতীয় দল

আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কক্সবাজারের শরণার্থী শিবির থেকে রোহিঙ্গাদের দ্বিতীয় একটি দলকে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হচ্ছে। এর আগে গত ৪ ডিসেম্বর ১ হাজার ৬৪৫ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে কক্সবাজারের ক্যাম্প থেকে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়।

এ তথ্য জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা.

এনামুর রহমান। তবে এ সপ্তাহের কোন দিন কিংবা এ দফায় কতজন রোহিঙ্গাকে সেখানে স্থানান্তর করা হচ্ছে, সে সংখ্যা জানাননি তিনি।

এর আগে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয় দফায় এক হাজার শরণার্থীকে ভাসানচরে নেয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এনামুর রহমান বলেছেন, ‘রোহিঙ্গাদের আরেকটি দল ভাসানচরে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বিষয়টির নেতৃত্ব দিচ্ছে।’

বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার আপত্তির মধ্যেই তখন ওই রোহিঙ্গাদের প্রথমে বাসে করে চট্টগ্রামে নেয়া হয়, এরপর সেখান থেকে তাদের নৌ বাহিনীর জাহাজে করে ভাসানচরে পাঠানো হয়।

মারা গেছেন দেওয়ানবাগী পীর

দেওয়ানবাগ দরবার শরিফের পীর দেওয়ানবাগী আর নেই। আজ সোমবার ভোর ৬টা ৪৮ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০।

জানা গেছে, ভোরের দিকে তিনি নিজ বাসায় স্ট্রোক করেন। পরে তাকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দেওয়ানবাগ শরিফের ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী, দেওয়ানবাগী পীরের নাম মাহবুব-এ খোদা। তবে তিনি ‘দেওয়ানবাগী’ নামে পরিচিত। ১৯৪৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তার বাবার নাম সৈয়দ আবদুর রশিদ সরদার। মা সৈয়দা জোবেদা খাতুন। ছয় ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি সবার ছোট। নিজ এলাকার তালশহর কারিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

ফরিদপুরে চন্দ্রপাড়া দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আবুল ফজল সুলতান আহমেদ

চন্দ্রপুরীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন দেওয়ানবাগী পীর। এরপর তার মেয়ে হামিদা বেগমকে বিয়ে করেন, এর সুবাদে শ্বশুরের কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেন।